গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর-২৯.০০.০০০০.২১৩.১৬.০০৪.২২-৮৬

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪২৮ / ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

অফিস আদেশ

বিষয়: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোড়দারকরণে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়-২ শাখার কার্যবন্টনভুক্ত পার্বত্য তিনটি জেলায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা সহজিকরণ করে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো:

(ক) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য উপসচিব (সমন্বয়-২) উক্ত প্রস্তাব পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে প্রেরণ করবে এবং

(খ) মতামত পাওয়ার পর তা সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে উপসচিব (সমন্বয়-২) অনাপত্তি সনদ NGO বিষয়ক ব্যুরোকে প্রদান করবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(সজল কান্তি বনিক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৫২৫৪
e-mail: dsadmin@mochta.gov.bd

নম্বর-২৯.০০.০০০০.২১৩.১৬.০০৪.২২-৮৬

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪২৮ / ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৩। ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৪। যুগ্মসচিব (সকল),পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
৭। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান ।
৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।
৯। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১০। সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১১। সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিষদ-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সহকারী সচিব (সমন্বয়-১),পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অফিস আদেশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও সংস্থাসমূহে ই-মেইল করার অনুরোধসহ)।
১৪। অফিস কপি।

28/02/2022
(সজল কান্তি বনিক)
উপসচিব

D:\Admin-1\Office order\Office order.doc

সেবা সহজিকরণ প্রস্তাবের ছক

সেবার নাম: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদান।

শাখা/অধিশাখার নাম: প্রশাসন-১ শাখা

১। অফিস প্রোফাইল

ক) একনজরে অফিস

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলা	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়		
	ইংরেজি	Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs		
	সংক্ষিপ্ত	MoCHTA		
অফিস প্রধানের পদবি	সচিব		নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
অফিসের সংখ্যা	মোট ৬ টি বিভাগীয় অফিস			
জনবল	৮১ জন			
অফিসের ঠিকানা	বাংলাদেশ সচিবালয়			
যোগাযোগ (ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স)	secretary@mochta.gov.bd			
ওয়েবসাইটের ঠিকানা	www.mochta.gov.bd			
যাতায়াতের বর্ণনা (গুগল ম্যাপসহ)				

খ) অফিসের ভিশন ও মিশন- শান্তিপুর্ণ ও সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম, কল্যাণমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস কারী জনগনের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা।

গ) অফিসের পরিচিতি ও ছবি (অনধিক ২০০ শব্দ)-

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের এক দশমাংশ আয়তন জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। এ তিনটি জেলার মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ১৫,৮৭,০০০ জন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিস্বত্তা সমূহের অধিবাসীদের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগ্যা, ম্রো, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক, খেয়াং প্রভৃতি উপজাতি রয়েছে। অ-উপজাতীয়দের মধ্যে ৪৮ ভাগ মুসলমান এবং বাকীরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তা ও অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ভাষা, সাংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগ যুগ ধরে একে অপরের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ১৮৬০ সালে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদার লাভ করে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলকে তিনটি জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলায় মোট ৭টি পৌরসভা এবং ২৬ টি উপজেলা আছে। পাহাড়, বন, নদী, ঝর্ণা-এ অঞ্চলকে স্বতন্ত্র ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এ অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতসমূহে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ঘ) অফিসের অর্গানোগ্রাম

ঙ) সেবার তালিকা

ক্রম	সেবা নাম	সেবাপ্রাপ্তির পর্যায় (অধিদপ্তর/আঞ্চলিক)
১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদান	মন্ত্রনালয়

২। সেবা প্রোফাইল

ক) সেবার নাম: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের

খ) সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতাঃ সেবা প্রাপ্তির দীর্ঘ সূত্রিতা কমানো।

গ) সেবাপ্রাপ্তির মৌলিক তথ্যাদি

	বিষয়	তথ্যাদি
১	সেবা প্রদানকারী অফিস	মন্ত্রণালয়
২	সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদান
৩	বার্ষিক সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা	৪০
৪	সেবাপ্রাপ্তির শর্তাবলি	যথাযথ কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে এবং আঞ্চলিক পরিষদের মতামত
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী	৬ জন
৬	সেবা প্রাপ্তির সময়	৩৬ দিন
৭	সেবা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
৮	সেবা প্রাপ্তির জন্য খরচ	৮০০০ টাকা
৯	সেবা প্রাপ্তির জন্য যাতায়াতের সংখ্যা	৩ বার
১০	সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালার তালিকা	নাই
১১	সেবা পেতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী প্রতিকারকারী কর্মকর্তা, পদবি, ইমেইল ও ফোন	
১২	সেবা প্রাপ্তি/ প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা/ সমস্যা / চ্যালেঞ্জসমূহ	১। বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করতে হয় , ২। মতামতে প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সময়, ৩। ধাপের সংখ্যা অনেক।
১৩	অন্যান্য	-

ঘ) বিদ্যমান সেবা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	প্রতি ধাপের সময় (দিন/ঘন্টা/মিনিট)	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ-১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে আবেদন প্রেরণ করে।	২ দিন	আবেদনকারী
ধাপ-২	সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ	১ দিন	অতিরিক্ত সচিব
ধাপ ৩	অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	১ দিন	যুগ্ম সচিব
ধাপ ৪	যুগ্ম সচিব হতে উপসচিব/সেকশন অফিসারের নিকট প্রেরণ	১ দিন	উপসচিব
ধাপ ৫	উপ সচিব নিকট হতে প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ	১ দিন	উপসচিব
ধাপ ৬	প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক নথিতে পেশ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ), স্বচ্ছপত্রসহ উপসচিবের নিকট প্রেরণ।	১ দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ ৭	উপসচিব হতে যুগ্ম সচিবকে প্রেরণ	১ দিন	যুগ্মসচিব
ধাপ ৮	যুগ্ম সচিব হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ)	১ দিন	অতিরিক্ত সচিব

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	প্রতি ধাপের সময় (দিন/ঘন্টা/মিনিট)	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ ৯	যুগ্ম সচিব হতে উপসচিব/সেকশন অফিসারের নিকট প্রেরণ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ)	১ দিন	উপসচিব
ধাপ ১০	সেকশন অফিসার হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য পত্র জারি	১ দিন	সেকশন অফিসার
ধাপ ১১	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত সচিব বরাবর প্রেরণ	১৪ দিন	আঞ্চলিক পরিষদ
ধাপ ১২	সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ	১ দিন	সেকশন অফিসার
ধাপ ১৩	অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	১ দিন	যুগ্মসচিব
ধাপ ১৪	যুগ্ম সচিব কর্তৃক উপসচিবের নিকট মতামত প্রেরণ	১ দিন	উপসচিব
ধাপ ১৫	উপসচিব কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়নের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ	১ দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ ১৬	প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য উপসচিব সচিবের নিকট প্রেরণ	১ দিন	উপসচিব
ধাপ ১৭	উপসচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	১ দিন	যুগ্মসচিব
ধাপ ১৮	যুগ্ম সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ	১ দিন	অতিরিক্ত সচিব
ধাপ ১৯	অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সচিবের নিকট প্রেরণ	১ দিন	সচিব
ধাপ ২০	অনুমোদিত হলে অনুমোদিত পত্র সচিব কর্তৃক অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ	১ দিন	অতিরিক্ত সচিব
ধাপ ২১	অনুমোদিত পত্র অতিঃসচিব হতে সেকশনে প্রেরণ	১ দিন	সেকশন অফিসার
ধাপ ২২	মতামত সন্তোষজনক হলে সচিব কর্তৃক অনুমোদিত অনাপত্তি সনদ NGO বিষয়ক ব্যুরোকে প্রেরণ করা হয়	১ দিন	NGO বিষয়ক ব্যুরো

ঙ) বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

শুরু

⇩

১. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে আবেদন প্রেরণ করে। — P- আবেদনকারী T- ২ দিন

⇩

২. সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ — P- অতিরিক্ত সচিব T- ১ দিন

⇩

৩. অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ — P- যুগ্ম সচিব T- ১ দিন

⇩

৪. যুগ্ম সচিব কর্তৃক উপসচিব/সেকশন অফিসারের নিকট প্রেরণ — P- উপসচিব T- ১ দিন

⇩

৫. প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক নথিতে পেশ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ), স্বচ্ছপত্রসহ উপসচিবের নিকট প্রেরণ। — P- এ ও T- ১ দিন

⇩

৬.নথি প্রশাসনিক কর্মকর্তা হতে উপসচিব নিকট প্রেরণ	P- উপসচিব T- ১ দিন
⇩	
৭. উপসচিব হতে যুগ্ম সচিবকে প্রেরণ করেন	P- যুগ্মসচিব T- ১ দিন
⇩	
৮. যুগ্ম সচিব হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরন (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ)	P- উপসচিব T- ১ দিন
⇩	
৯. যুগ্ম সচিব হতে উপসচিব/সেকশন অফিসারের নিকট প্রেরণ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ)	P- উপসচিব T- ১ দিন
⇩	
১০. সেকশন অফিসার হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য পত্র জারী	P- এ ও T- ১ দিন
⇩	
১১. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত সচিব বরাবর প্রেরণ	P- আঞ্চলিক পরিষদ T- ১৪ দিন
⇩	
১২. সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ	P- অতিরিক্ত সচিব T- ১ দিন
⇩	
১৩. অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	P- যুগ্ম সচিব T- ১ দিন
⇩	
১৪. যুগ্ম সচিব কর্তৃক উপসচিবের নিকট মতামত প্রেরণ	P- সেকশন অফিসার T- ১ দিন
⇩	
১৫.উপসচিব কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়নের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট প্রেরন	P- যুগ্মসচিব T- ১ দিন
⇩	
১৬. প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়নকরে অনুমোদনের জন্য উপসচিব সচিবের নিকট প্রেরণ	P- উপসচিব T- ১ দিন
⇩	
১৭. উপসচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	P- যুগ্মসচিব T- ১ দিন
⇩	
১৮. যুগ্ম সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ	P- অতিরিক্ত সচিব T- ১ দিন
⇩	
১৯.অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সচিবের নিকট প্রেরণ	P- সচিব T- ১ দিন
⇩	
২০. অনুমোদিত হলে অনুমোদিত পত্র সচিব কর্তৃক অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ	P- অতিঃসচিব T- ১ দিন
⇩	
২১. অনুমোদিত পত্র অতিঃসচিব হতে সেকশনে প্রেরণ	P- অতিঃসচিব T- ১ দিন

⇩

২২. মতামত সন্তোষজনক হলে সচিব কর্তৃক অনুমোদিত অনাপত্তি সনদ NGO বিষয়ক ব্যুরোকে প্রেরণ করা হয়	P- সেকশন T- ১ দিন

চ) বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রস্তাবনা:

ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা	সমাধানের প্রস্তাবনা
১। আবেদনপত্র/ ফরম/ রেজিস্টার/ প্রতিবেদন	নাই	নাই
২। দাখিলীয় কাগজপত্রাদি	নাই	নাই
৩। সেবার ধাপ	প্রসেস ম্যাপে মোট ২২ টি ধাপ রয়েছে যা অনেক বেশি এবং ১১ তম ধাপে সময় (১৪ দিন) অনেক বেশি লেগে যায়।	ধাপ কমানো যেতে পারে। ১১ তম ধাপে সময় কমানো যেতে পারে।
৪। সম্পৃক্ত জনবল	নাই	নাই
৫। স্বাক্ষর কারী/ অনুমোদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যাক্তির সংখ্যা ও পদবি	অনুমোদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যাক্তির সংখ্যা বেশী	সম্পৃক্ত ব্যাক্তির সংখ্যা কমানো যেতে পারে।
৬। আন্তঃঅফিস নির্ভরশীলতা	হ্যা	দ্রুত মতামত প্রেরণ।
৭। আইন/বিধি/ প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	না	না
৮। অবকাঠামো/ হার্ডওয়ার ইত্যাদি	না	না
৯। রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ	না	না
১০। প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রযোজ্য কি না	প্রযোজ্য	অনলাইনে আবেদন গ্রহন করা যেতে পারে
১১। খরচ (নাগরিক+অফিস)	বেশ কয়েকবার অফিসে আসতে হয় অথবা ফোনে যোগাযোগ করতে হয়	প্রযুক্তির প্রয়োগ করে খরচ কমানো যেতে পারে
১২। সময় (নাগরিক+অফিস)	বেশ কয়েকবার অফিসে আসতে হয় অথবা ফোনে যোগাযোগ করতে হয়	প্রযুক্তির প্রয়োগ করে/ ধাপ কমিয়ে সময় কমানো যেতে পারে
১৩। যাতায়াত (নাগরিক)	বেশ কয়েকবার অফিসে আসতে (৩ বার)	প্রযুক্তির প্রয়োগ করে/ ধাপ কমিয়ে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে
১৪। অন্যান্য	নাই	নাই

ছ) তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

বর্তমান	প্রস্তাবিত
শুরু	শুরু
⇩	⇩
১. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে আবেদন প্রেরণ করে।	১. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে আবেদন প্রেরণ করে।
⇩	⇩
২. সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ	২. সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ
⇩	⇩
৩. অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	৩. অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ
⇩	⇩
৪. যুগ্ম সচিব কর্তৃক উপসচিব/সেকশন অফিসারের নিকট প্রেরণ	৪. যুগ্ম সচিব কর্তৃক উপসচিব/সেকশন অফিসারের নিকট প্রেরণ
⇩	⇩
৫.উপসচিব কর্তৃক প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে প্রেরণ	৫. প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক নথিতে পেশ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ), স্বচ্ছপত্রসহ উপসচিবের নিকট প্রেরণ।
⇩	⇩
৬. প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক নথিতে পেশ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ), স্বচ্ছপত্রসহ উপসচিবের নিকট প্রেরণ ।	
⇩	
৭.উপসচিব হতে যুগ্ম সচিবকে প্রেরণ করেন	
⇩	
৮.যুগ্ম সচিব হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরন (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ)	
⇩	
৯.যুগ্ম সচিব হতে উপসচিব/সেকশন অফিসারের নিকট প্রেরন (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ)	
⇩	
১০.সেকশন অফিসার হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য পত্র জারী	
⇩	⇩
১১.পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত সচিব বরাবর প্রেরণ	৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত সচিব বরাবর প্রেরণ
⇩	⇩
১২.সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ	৭. সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ
⇩	⇩
১৩.অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	৮. অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ

⇩	⇩
১৪.যুগ্ম সচিব কর্তৃক উপসচিবের নিকট মতামত প্রেরণ	৯. যুগ্ম সচিব কর্তৃক উপসচিবের নিকট মতামত প্রেরণ
⇩	⇩
১৫.উপসচিব কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়নের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ	১০. উপসচিব কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়নের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট প্রেরন
⇩	⇩
১৬. প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য উপসচিব সচিবের নিকট প্রেরণ	১১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়নকরে অনুমোদনের জন্য উপসচিব সচিবের নিকট প্রেরণ
⇩	⇩
১৭. উপসচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	১২.উপসচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ
⇩	⇩
১৮. যুগ্ম সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ	১৩. যুগ্ম সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ
⇩	⇩
১৯.অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সচিবের নিকট প্রেরণ	১৪. অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সচিবের নিকট প্রেরণ
⇩	⇩
২০. অনুমোদিত হলে অনুমোদিত পত্র সচিব কর্তৃক অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ	১৫. অনুমোদিত হলে অনুমোদিত পত্র সচিব কর্তৃক অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ
⇩	⇩
২১. অনুমোদিত পত্র অতিঃসচিব হতে সেকশনে প্রেরণ	১৬. অনুমোদিত পত্র অতিঃসচিব হতে সেকশনে প্রেরণ
⇩	⇩
২২. মতামত সন্তোষজনক হলে সচিব কর্তৃক অনুমোদিত অনাপত্তি সনদ NGO বিষয়ক ব্যুরোকে প্রেরণ করা হয়	১৭. মতামত সন্তোষজনক হলে সচিব কর্তৃক অনুমোদিত অনাপত্তি সনদ NGO বিষয়ক ব্যুরোকে প্রেরণ করা হয়।

জ) প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

শুরু	
⇩	
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে আবেদন প্রেরণ করে।	P- আবেদনকারী T- ২ দিন
⇩	
২. সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ	P- অতিরিক্ত সচিব T- ১ দিন
⇩	
৩. অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	P- যুগ্ম সচিব T- ১ দিন
⇩	
৪. যুগ্ম সচিব কর্তৃক উপসচিব/সেকশন অফিসারের নিকট প্রেরণ	P- উপসচিব T- ১ দিন
⇩	
৫. প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক নথিতে পেশ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত এর জন্য প্রেরণ), স্বচ্ছপত্রসহ উপসচিবের নিকট প্রেরণ।	P- এ ও T- ১ দিন
⇩	
৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত সচিব বরাবর প্রেরণ	P- আঞ্চলিক পরিষদ T- ৭ দিন
⇩	

৭. সচিবের দপ্তর হতে অতিরিক্ত সচিবের নিকট প্রেরণ	P- অতিরিক্ত সচিব T- ১ দিন
⇩	
৮. অতিরিক্ত সচিব হতে যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	P- যুগ্ম সচিব T- ১ দিন
⇩	
৯. যুগ্ম সচিব কর্তৃক উপসচিবের নিকট মতামত প্রেরণ	P- সেকশন অফিসার T- ১ দিন
⇩	
১০. উপসচিব কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়নের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট প্রেরন	P- যুগ্মসচিব T- ১ দিন
⇩	
১১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক চুড়ান্ত পত্র প্রণয়নকরে অনুমোদনের জন্য উপসচিব সচিবের নিকট প্রেরণ	P- উপসচিব T- ১ দিন
⇩	
১২.উপসচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য যুগ্ম সচিবের নিকট প্রেরণ	P- যুগ্মসচিব T- ১ দিন
⇩	
১৩. যুগ্ম সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ	P- অতিরিক্ত সচিব T- ১ দিন
⇩	
১৪. অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সচিবের নিকট প্রেরণ	P- সচিব T- ১ দিন
⇩	
১৫. অনুমোদিত হলে অনুমোদিত পত্র সচিব কর্তৃক অতিঃ সচিবের নিকট প্রেরণ	P- অতিঃসচিব T- ১ দিন
⇩	
১৬. অনুমোদিত পত্র অতিঃসচিব হতে সেকশনে প্রেরণ	P- অতিঃসচিব T- ১ দিন
১৭.মতামত সন্তোষজনক হলে সচিব কর্তৃক অনুমোদিত অনাপত্তি সনদ NGO বিষয়ক ব্যুরোকে প্রেরণ করা হয়।	P- সেকশন T- ১ দিন

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	৩৬ দিন	২৪ দিন
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	৫০০০	লাগবে না
যাতায়াত	৩ বার	১ বার
ধাপ	২২	১৭
জনবল	৫ জন	৫ জন
দাখিলীয় কাগজপত্র	আবেদন ফর্ম, সংযুক্ত কাগজ	আবেদন ফর্ম, সংযুক্ত কাগজ